দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 19 1999
পৃষ্ঠা কলাম

বুয়েট খোলার ব্যবস্থা হোক

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) একটি বিশিষ্ট নাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া দেশের লাখ লাখ নবীন উচ্চ শিক্ষার্থীর জন্য এখনও স্বপ্ন। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয়, অগণিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের আকর্ষণের বিদ্যাপীঠ বুয়েটের ভবিষ্যত এই মুহূর্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

গত মাসের শেষ সপ্তাহে এক গভীর রাতে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের উন্মত্ত তাণ্ডব; বুয়েটের সকল প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ, কাউন্সিল ভবন-স্থাপত্য ভবন-পুরকৌশল ভবন-ইএমই ভবন-কেন্দ্রীয় মিলনায়তন ক্যাফেটোরিয়ায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, শিক্ষক লাঞ্ছনা-শিক্ষকপত্নীর লাঞ্ছনা, গাড়ি ভাংচুর এবং এমনকি রাস্তার বাতি ভাংচুরের ঘটনা দেশের গর্বের বস্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়টির নামের ওপর যে কালিমা লেপন করে দিয়েছে তা সহজে মুছে যাবার নয়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটে তো মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয় বলে সকলের ধারণা। তবে কি সেখানেও আজকাল মেধাহীন, নকলবাজ ও সন্ত্রাসী চরিত্রের ছাত্ররা অনুপ্রবেশ করছে? না হলে এ রকম কলঙ্কজনক ঘটনা একদল ছাত্র কিভাবে ঘটাতে পারল সেটাই প্রশ্ন। গত ২৯ এপ্রিলে প্রকাশিত জনকণ্ঠের 'নেপথ্য কাহিনীতে' দেখা গেল বুয়েট ক্যাম্পাসের শিক্ষক, সাধারণ ছাত্রছাত্রী, উপাচার্য, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী সবারই প্রশ্ন কেন সেই নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটল। কারণ হিসাবে কেউ বলেছেন এক কথা, কেউ অন্য কথা। তবে অধিকাংশের মত হচ্ছে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করে কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে ওই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বুয়েটের স্থিতিশীল পরিবেশ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। 'তুচ্ছ' ঘটনাটি কি সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই তা জানেন। এক ছাত্র ক্লাস টেস্টে নিজের খাতা তার এক বান্ধবীর নামে জমা দেয়। ছাত্রটির এই ইম্পারসোনেশন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নজরে পড়ে যায়। তিনি সেই ছাত্র ও তার বান্ধবীর স্বীকারোক্তিসহ দলিল-প্রমাণাদি শৃঙ্খলা কমিটিতে পেশ করেন। শৃঙ্খলা কমিটি সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির কাজটাকে গুরুতর অসদুপায় গণ্য করে তাকে দু'বছরের জন্য বহিষ্কারের রায় দেয়। কারণ এটাই বিশ্ববিদ্যালয়টির নিয়ম। পরে ছাত্রটির আবেদনের পর একাডেমিক কাউন্সিল বহিষ্কার দু'বছরের স্থলে এক বছর করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাপারটা এখানে মিটে যেতে পারত এবং মিটে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে তা যে হয়নি গভীর রাতের তাণ্ডব ও ধ্বংসযজ্ঞ তারই প্রমাণ। তাহলে কি উল্লিখিত 'তুচ্ছ' ঘটনাটির আড়ালে আরও কোন বড় কারণ ছিল? ঘটনার পরে শিক্ষক-সমিতি প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বুয়েট ঘটনার দু'টি কারণ চিহ্নিত করে। (১) পরীক্ষা পিছানো, (২) বুয়েটকে অস্থিতিশীল করা। তবে পরীক্ষা পিছানো মুখ্য বিষয়।

এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষা কেন পিছাতে হবে। পত্রপত্রিকার খবরে জানা যায়, ছাত্রছাত্রীরা যাতে টিভিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খেলা দেখতে পারেন লেখাপড়া বাদ দিয়ে সেজন্যই পরীক্ষা পিছাতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, বুয়েটকে কারা কি উদ্দেশ্যে অস্থিতিশীল করতে চায় এবং ছাত্র ছাড়া তারা আর কাদের সহায়তা নিচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। তদন্ত কমিটির তদন্তে জবাবটা পেলে উদ্বিগ্ন দেশবাসী স্বস্তি পাবে।

এদিকে প্রায় তিন সপ্তাহের ওপর বুয়েট বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে তা স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না উপাচার্য নিজেও। সবাই তাকিয়ে রয়েছে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের দিকে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেও নাকি বুয়েট খোলার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় এক মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহল।

আমরা মনে করি, অনির্দিষ্টকাল যাবত এ রকম অনিশ্চিত অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। যত দ্রুত সম্ভব বুয়েট খোলার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তবে সেটা করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলার বিনিময়ে নয়।